16

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 06 SEP 1996 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩ ...

করিও না চুলাচুলি মিলে যাও কোলাকুলি

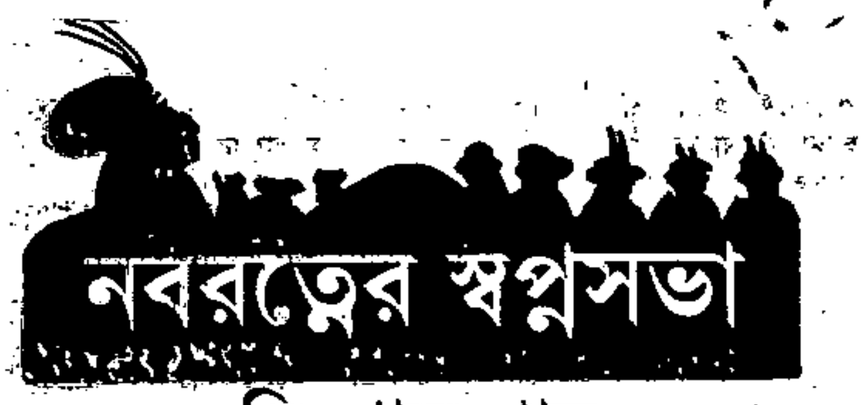

বিরূপাক্ষ পাল

আগস্টের শেষে ঢাকার ইডেন ভার্সিটি কলেজে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল সমর্থক ছাত্রীদের সংঘর্ষ, হাতাহাতি এবং সর্বোপরি চুলাচুলি হয়ে গেল। এ নিয়ে আধুনিক নবরত্ন এক জরুরী গবেষণা সভার আয়োজন করেছে।

■ সুধীজন, ইডেন ভার্সিটি কলেজের ঘটনাটিকে নিছক চুলাচুলির ঘটনা হিসাবে দেখলে ভুল হবে। অজ্ঞ মূর্খ মানুষেরা চুলাচুলি করলে আমরা করুণা কিংবা অবজ্ঞা করে বলি 'অশিক্ষিতের শত দোষ'। কিন্তু যারা চুলাচুলি করেছে তারা সবাই শিক্ষিত এবং জাতির ভবিষ্যত। তারাই জাতির ভবিষ্যত মাতা যাদের দিকে তাকিয়ে নেপোলিয়ন বলেছিলেন, 'তোমরা আমাকে শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের শিক্ষিত জাতি দেবো'।

■ দেখুন, ওরা অনেকেই এখনও বিয়ে করেনি। আগেই ওদেরকে মাতার দিকে ঠেলে দেয়া উচিত হবে না।

■ আপনি ভুল বুঝেছেন। আমার পয়েন্টটা হচ্ছে তারা যেহেতু ভবিষ্যত মাতা এবং শিক্ষিত, সুতরাং তাদের ঘটানো চুলাচুলির নিশ্চয়ই কোনো মাহাত্ম্য আছে'। [সবাই একযোগে ঃ ।ঠক, ঠিক...]। সেটাই আজকে আমাদের গবেষণার বিষয়।

■ চুল নিয়ে আমাদের কবি সাহিত্যিকরা বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করে গেছেন। তাঁরা লম্বা চুলের প্রশংসা করে নারীকে শুধুই একটা দর্শনীয় বস্তুতে রূপান্তরিত করতে চেয়েছেন। 'বনলতা সেন' কবিতায় জীবনানন্দ বলেছেন— 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা।' অর্থাৎ চুল মানেই অন্ধকার। কিন্তু শিক্ষা মানে আলো। এ জন্যই শিক্ষিত মেয়েরা অন্ধকার দূর করার লক্ষ্যে বান্ধবীদের চুল ছিঁড়ে ফেলেছে।

■ আমাদের দেশে একটি প্রবাদ আছে 'যে রান্ধে সে চুলও বান্ধে'। ইডেনের মেয়েরা চুল ছিঁড়ে রান্নার সময় চুলা বাঁধার উটকো ঝামেলা থেকে নারী সমাজকে উদ্ধার করল।

■ আমার মনে হয়, এর মাহাত্ম্য আরও গভীরে। অতীতে এক মহাকাব্যের মহানায়ক নায়িকাকে বলেছিল 'অমন চুল খুলে আর নাইতে নেমো না।' উত্তরে নায়িকা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছিল, 'আমার যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভেজাবো না। জলে নামবো তবু আমার চুল ভেজাবো না।' কিন্তু তা কি হয়? জলের ধর্মই হচ্ছে চুলকে ভিজিয়ে দেয়া। সেই থেকে নায়ক-নায়িকার মন কষাকষি। তাই চুল ভেজাভেজি নিয়ে ভবিষ্যতে তাদের প্রিয়জনদের সাথে যেন আর কোন মন কষাকষি না হয় সেজন্যে আগেভাগেই ইডেনের মেয়েরা চুলাচুলি করে পরস্পরের চুল ছিঁড়ে ফেলেছে।

■ আশ্চর্য! এ ঘটনার ওপর আপনি মহত্ত্ব আরোপের চেষ্টা করছেন? জানেন যাদের মেয়ে ইডেনে পড়ে সেই অভিভাবকরা কি রকম সমস্যায় আছেন? হবু বরেরা অনেকেই রাজি হচ্ছেন না, পাছে চুলাচুলির অভ্যাসটা নাকি শেষ পর্যন্ত দাম্পত্য জীবনে গড়ায়— এমন ভয়ে। এ নিয়ে পত্রিকায় কার্টুনও হয়েছে।

■ ভয় দেখাচ্ছেন কেন? গড়ালে ক্ষতি কি? নারী অধিকার নিয়ে এত কথা বলেন। পুরুষ যদি নারীর চুল ধরতে পারে তাহলে নারী কেন পুরুষের চুল ছিঁড়তে পারবে না? ইডেনের ঘটনা সমাজের লাখ লাখ পুরুষকে সাবধান করে দেবে। ঝাঁকড়া চুলের পুরুষেরা যদি হবু বর হতে ভয় পায় তাহলে কিছু আসে যায় না। এ সমাজে এখনও চুলহীন টেকো বর অজস্র। জ্ঞানীরাই তো টেকো হয়।

■ দেখুন, আমরা চুলাচুলির মাহাত্ম্য নিয়ে গবেষণা করব বলে সভা শুরু করেছিলাম। অথচ শেষ পর্যন্ত এটিকে বিয়ে-শাদির সমস্যায় নিয়ে ঠেকিয়ে দিলেন। এগুলো বাদ দিয়ে গঠনমূলক বিজ্ঞানসম্মত কথা বলুন।

■ বিজ্ঞানসম্মত কথা কিভাবে বলব? চিকিৎসা বিজ্ঞানে নিজের চুল নিজে ছিঁড়ে তালু খালি করার অভ্যাসকে বলা হয় "Trichotillo Mania". কিন্তু অন্যের চুল ছেঁড়ার অভ্যাস নিয়ে আজ পর্যন্ত চিকিৎসা বিজ্ঞান কিছু বের করতে পারেনি।

■ এটাই তো চিকিৎসা বিজ্ঞানের বড় দুর্বলতা। তবে আজ লুই পাস্তুর বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই চুলাচুলির কারণ বা মেডিসিন আবিষ্কার করতে পারতেন। জলাতঙ্কের মতো তিনি হয়ত এটিকে চুলাতঙ্ক বলে আখ্যায়িত করতেন। কুকুরের কামড় থেকে হয় জলাতঙ্ক আর ক্ষমতার কামড় থেকে হয় চুলাতঙ্ক। ক্ষমতা পাবার দাপট এবং ক্ষমতা হারানোর যন্ত্রণা— এই দু'ধরনের জীবাণু থেকে ক্ষমতার কামড় চুলাচুলি রোগের সৃষ্টি করে। ক্ষমতা বদলের কাছাকাছি সময় এবং ভাদ্র মাসের আবহাওয়ায় এই রোগ মহামারী আকার ধারণ করতে পারে। ইডেনের ব্যাপারটি ঠিক সেরকম একটা চুলাতঙ্ক মহামারী যার চিকিৎসায় প্রয়োজন চৌদ্দটি ইঞ্জেকশন।

■ সুধীজন, এইমাত্র আমাদের হাতে কয়েকটি বিবৃতি এসে জড়ো হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, জাতীয়ভাবে আজকাল চুলাচুলির ঘটনা নিয়ে ভাবা হচ্ছে। আমি এক এক করে এগুলো পাঠ করছি। প্রথমেই বিউটি পার্লার সমিতির বিবৃতি ঃ "ইডেনের চুলাচুলির ঘটনা নিঃসন্দেহে জাতির জন্য উদ্বেগজনক। চুলের পরিচর্যা ও সৌন্দর্য বিধানের লক্ষ্যে এদেশে গড়ে উঠেছে অজস্র বিউটি পার্লার। ইডেনের ঘটনা এ সকল বিউটি পার্লারের ভবিষ্যত অন্ধকার করে ফেলেছে। চুল যদি মেয়েদের ভাল না লাগে তাহলে ওরা পয়সা দিয়ে পার্লারে এসে চুল কাটুক। তা না করে তারা যদি বিনামূল্যে পরস্পরের চুল ছিঁড়ে ফেলে তাহলে দেশের পার্লারগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। এতে সৃষ্টি হবে বেকার সমস্যা এবং অর্থনীতিতে নেমে আসবে এক আপদকালীন মহামন্দা।"

■ কী আশ্চর্য! মন্দার কথা আসছে কেন? ডাক্তারী শাস্ত্রমতে নব্বই দিনের মাথায় ছেঁড়া চুল গজিয়ে যায়।

■ এই নব্বই দিনের জন্য লাখ লাখ উঁকুনের সৃষ্টি হবে আবাসিক সমস্যা। বিশেষত মেয়েদের মাথা তাদের জন্যে আদর্শ লালন ভূমি। ইডেনের ঘটনা যদি দেশের প্রতিটি মেয়েদের কলেজে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে তা হবে দেশের বৃহত্তর উঁকুন

(১১-এর পাতায় দেখুন)

করিও না চুলাচুলি

(৬-এর পাতার পর)

সম্প্রদায়ের জন্য এক অস্তিত্বের হুমকিস্বরূপ।

■ শুধু তাই নয়, উঁকুন ধ্বংসকারী ওষুধ প্রস্তুতকারক শিল্প কারখানা ধ্বংস হয়ে যাবে। এমনিতেই আমরা রুগ্ন শিল্পে জর্জরিত।

■ বন্ধুগণ, আপনারা অতটা হতাশ হবেন না। ডারউইনের বিবর্তনবাদ অনুযায়ী সবকিছুই বদলায়। চুল রাখার অভ্যাসও বদলে যাচ্ছে। মেয়েদের মাথায় চুল কমে যাচ্ছে তাতে কি? অন্যদিকে ছেলেদের মাথায় চুলের চাষ বেড়ে যাচ্ছে। লাখ লাখ উঁকুন এখন মেয়েদের মাথা থেকে ছেলেদের মাথায় মাইগ্রেশান করছে। মুক্তবাজার আর মুক্তসংস্কৃতির বদৌলতে এই জাতীয় মাইগ্রেশানে পাসপোর্ট ভিসার বাধাও কমে যাচ্ছে।

■ ঠিক বলেছেন। এককালে আমরা রূপকথায় পড়েছি "কুচবরণ কন্যা গো তার মেঘবরণ কেশ"। এখন মেয়েদের মাথায় কোথায় পাবেন সেই মেঘ? সেই মেঘ চলে এসেছে ছেলেদের মাথায়। মার্গারেট থেচার, লেডি ডায়না কিংবা ম্যাডোনার চুল ছোট হয়ে আসছে। অন্যদিকে বড় হয়ে আসছে মাইকেল জ্যাকসন, ইয়ানী কিংবা সঞ্জয় দত্তের চুল। রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলই প্রথম ছেলেদেরকে বড় চুল রাখতে উৎসাহিত করেন।

■ দার্শনিক লংফেলো বলেছেন, "দশ জোড়া ষাঁড়ের যে ক্ষমতা নেই, নারীর একটি মাত্র চুলের সে ক্ষমতা রয়েছে।" মনে হয় চুলের এই অস্বাভাবিক ক্ষমতা থেকেই ইডেনে নারীদের মধ্যে চুলাচুলি হয়েছে। তাছাড়া এর পিছনে বুদ্ধদেব বসুরও উস্কানি রয়েছে। এই কবি বলেছেন— "আমাকে কামড়াতে দাও অনেকক্ষণ ধরে তোমার ঘন কালো গুচ্ছ গুচ্ছ চুল।" চুলাচুলি লিপ্ত মেয়েরা এই কবিতাটি থেকে উস্কানি পেয়েছে কিনা তারও তদন্ত হওয়া দরকার।

■ আরে ভাই, তদন্ত হলে অনেক অপ্রিয় জিনিস বেরিয়ে পড়বে।

■ কী রকম?

■ ঐ ঘটনার সময় ছেলেরাও ইডেনে ঢুকে চুলাচুলিতে অংশ নেয়। অথচ ইডেন হচ্ছে মেয়েদের ভার্সিটি কলেজ যেখানে ছেলেদের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

■ দেখুন, 'ইডেন' শব্দের অর্থ হচ্ছে নন্দন-কানন যেখানে বাবা আদম এবং বিবি হাওয়া একসাথে ঘুরে বেড়ান। এতদিন মা হাওয়ারা সেখানে একা একা ঘুরে বেড়াতেন। এবার চুলাচুলির মধ্য দিয়ে বাবা আদমেরাও সেই নন্দন-কাননে ঢুকে পড়েছেন। এতদিন পর যে 'ইডেন' নামটি সার্থক হলো।

■ কিন্তু এর রাজনৈতিক সমাধান কি?

■ চুলাচুলির রাজনৈতিক সমাধান হচ্ছে প্রতিটি রাজনৈতিক দল তাদের নিজস্ব তহবিল থেকে দলীয় মেয়েদের জন্য পরচুলা কিনে দেবে। তারপরও চুলাচুলি হলে কেউ কোন যন্ত্রণা পাবে না। বরং চুলাচুলি শুরুর আগেই পরচুলা খুলে প্রতিপক্ষকে দিয়ে দেবে। ঐ ঘটনার সময় ছেলেরা বোরখা পড়ে ইডেনে ঢুকেছিল। এটি বিবর্তনবাদকে আবারও সত্য প্রমাণিত করল। এটি প্রমাণ করছে এখন মেয়েরা নয়, বরং ছেলেরাই নিজেদের মান ইজ্জত ও আব্রু রক্ষার জন্য নিজেদের পর্দা করবে। নিজেরাই বোরখা কিনবে। উঁকুন শিল্প ধ্বংসমুখী হলেও মেয়েদের জন্য পরচুলা এবং ছেলেদের জন্য বোরখা নতুন শিল্প বিনিয়োগ সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। ইডেনের ঐতিহাসিক চুলাচুলি সেই সম্ভাবনার দ্বারকে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য অবারিত করেছে।

■ শেষ বক্তব্যটি ধন্যবাদের সাথে গৃহীত হতে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে একজন লম্বা চুলওয়ালা কবি বিবেকের পোশাকে একেবারে চুলচেরা আবেগ নিয়ে গাইতে লাগলেন—

"করিও না চুলাচুলি,
মিলে যাও কোলাকুলি।
থাকে যদি প্রবলেম
করিও না কোনো শেম।
সবকিছু বলে দাও খোলাখুলি।
রাজনীতি কোন্দল গোলাগুলি
সমাধান একটিই কোলাকুলি।